

Vol. 42 | No. 2 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুল পাণ্ডুলিপি

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.8
Pages	134-141
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ-সমালোচনা

Check for updates

নজরুল পাণ্ডুলিপি - সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১৫৯

পূর্ব বাংলার সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পর্ক ছিল অনেক গভীর এবং তা তাৎপর্যপূর্ণও বটে। জীবনে বহুবার কবি পূর্ব বাংলায় আগমন করেছিলেন। বাল্যকালে তিনি ময়মনসিংহের ত্রিশালে ছিলেন প্রায় এক বছর, তারপর কুমিল্লা-চট্টগ্রামে এবং আরো পরে ঢাকাসহ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন শহরে নানা উপলক্ষে এসেছিলেন— সেসব কথা আমরা সবাই অবগত আছি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ঘটনা কুমিল্লা ও ঢাকা সফরের সঙ্গে সম্পর্কিত—তাঁর জীবনের অনেক কথা কুমিল্লা-ঢাকা-চট্টগ্রামের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশের যুক্ত হয়ে আছে। সমুদ্রতীরের চট্টগ্রাম শহরে আছে কবিজীবনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্মৃতি—আছে কবির বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা। তাঁর বিখ্যাত 'সিন্ধু হিন্দোল' ও 'চক্রবাকে'র অনেক কবিতাই এই চট্টগ্রাম শহরে রচিত। সেকালের একজন তরুণ নেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মী মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারের আমন্ত্রণেই নজরুল চট্টগ্রামে আগমন করেন ১৯২৬ সালের জুলাই-অগাস্ট মাসে। তিনি অবস্থান করেন হবীবুল্লাহ বাহারের মাতামহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবদুল আজিজের বাড়িতে। বাহারের বাড়ি নোয়াখালি জেলায় কিন্তু তিনি শৈশবে পিতৃহীন হয়েছিলেন তাই তিনি ও তাঁর জননীসহ চট্টগ্রামে তাঁর মাতামহ আবদুল আজিজের বাড়িতে অবস্থান করতেন। চট্টগ্রামে আবদুল আজিজের বাড়িতে (জুবিলী রোড, তামাকুমণ্ডি) নজরুল এসে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। 'সিন্ধু' নামের বিখ্যাত তিনটি কবিতা এখানেই রচিত। চক্রবাকে মুদ্রিত হয়েছিল 'সিন্ধুর' চতুর্থ কবিতা 'শীতের সিন্ধু'। প্রথম তিনটি কবিতা গ্রন্থিত হয় 'সিন্ধু হিন্দোল' গ্রন্থে। চট্টগ্রামে কবি এসেছিলেন দুবার—১৯২৬ সালে প্রথমবার, ১৯২৯ সালে দ্বিতীয়বার। চট্টগ্রামে রচিত কবিতাগুলির একটি পাণ্ডুলিপি (একসারসাইজ বুক রুলটানা খাতা-বাঁধাই করা) সংরক্ষণ করেছিলেন হবীবুল্লাহ বাহার। সম্ভবত কবিতাগুলির প্রেস কপি তৈরি করে কবির কাছে পাঠাবার জন্যই হবীবুল্লাহ বাহারকে ঐ পাণ্ডুলিপি দিয়ে গিয়েছিলেন। নজরুলের একটি চিঠিতে সেরকমই কথা আছে। হবীবুল্লাহ বাহার ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।

হবীবুল্লাহ বাহারের মৃত্যুর পর সেগুলি বাহার-তনয়া সেলিনা বাহার জামান সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখেন। ঐ পাণ্ডুলিপির খাতার মুদ্রিত রূপই 'নজরুল

পাণ্ডুলিপি'। এটি সম্পাদনা করেন সেলিনা বাহার জামান। এবং একটি উপদেষ্টা মণ্ডলীও এর সঙ্গে কাজ করেন, তাঁরা হলেন—অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও আবদুল মান্নান সৈয়দ। বাংলা একাডেমী কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়েছে।

'নজরুল পাণ্ডুলিপি'তে যে সকল কবিতা রয়েছে সেগুলির তালিকা দেওয়া হলো।

১। গোপন প্রিয়া

২। সিন্ধু ১ম, ২য়, ৩য় তরঙ্গ

৩। কর্তিত কোন ভাষণের বা প্রবন্ধের উপর মাত্র পাঁচটি পংক্তি

৪। 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'— চক্রবাকে গ্রন্থিত

৫। শিশু যাদুকর – পুতুলের বিয়ে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত

৬। অন্ধকারের প্যাঁচা – পাঁচটি পংক্তির অপ্রকাশিত কবিতা

৭। স্তব্ধ রাত্রে – চক্রবাকের অন্তর্ভুক্ত

৮। দুর্গা – পাঞ্জাবী ঠেকা – 'বুলবুল' গীতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

৯। দুর্গা – আদ্ধা কাওয়ালী – ঐ

১০। দুর্গা – আদ্ধা কাওয়ালী — ঐ

১১। কেমনে রাখিব আঁখি বারি চাপিয়া – বুলবুল

১২। সিন্ধু (চতুর্থ) – 'শীতের সিন্ধু' নামে 'চক্রবাকে'র অন্তর্ভুক্ত

১৩। চক্রবাক – নামহীন কবিতা

১৪। বাংলার আজীজ – 'সন্ধ্যা কাব্যে' গ্রন্থিত।

'নজরুল পাণ্ডুলিপি"তে এই কবিতা ও গানগুলির হস্তলিপির প্রতিকৃতি একদিকে ছাপা হয়েছে অন্যদিকে অর্থাৎ ডান দিকের পৃষ্ঠা কবিতাগুলি মুদ্রিত হয়েছে।

কবিতা ছাড়া এতে আছে 'চিত্রাবলি'—অর্থাৎ চট্টগ্রামে অবস্থান কালে কবির কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ফটোগ্রাফ। আর পরিশিষ্টে আছে কবির চারখানি চিঠি।

১। হবীবুল্লাহ বাহারকে লিখিত হুগলি থেকে ৬–১০–১৯২৫

২। শামসুন্নাহারকে লিখিত – কৃষ্ণনগর থেকে ১১–৮–২৬

৩। শামসুন্নাহারকে লিখিত – কলিকাতা থেকে ৮–২–২৯

৪। হবীবুল্লাহ বাহারকে লিখিত – কলিকাতা থেকে ৮–২–২৯

শেষের চিঠির কবির হস্তলিপির প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে।

সবশেষে আছে স্মৃতিকথা লিখেছেন হবীবুল্লাহ বাহার, শামসুন্নাহার মাহমুদ ও আনেয়ারা বাহার চৌধুরী।

'নজরুল পাণ্ডুলিপি'তে যে সকল কবিতা মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে পূর্বে প্রকাশিত নজরুল কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কিছু কিছু পার্থক্য বা পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। আরও দেখা যায়, নজরুলের 'সিন্ধু হিন্দোল', ও 'চক্রবাক' গ্রন্থে কিছু কিছু অংশ বর্জিত হয়েছিল বা পরিত্যক্ত হয়েছিল সেসব বর্জিত, পরিত্যক্ত অংশগুলি 'নজরুল পাণ্ডুলিপি'তে প্রকাশ করে সম্পাদক সেলিনা বাহার জামান নজরুল গবেষকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আমরা এখানে সে বর্জিত, কর্তিত, পরিত্যক্ত অংশগুলির উল্লেখ করব।

'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্য গ্রন্থের প্রথমেই শিরোনামহীন দুটি পংক্তি আছে–

আলোর মত জ্বলে উঠ। উষার মত ফোটো
তিমির চিরে জ্যোতির মত প্রকাশ হয়ে ওঠ। (পৃ. ১৭)

কবি নজরুলের পাণ্ডুলিপিতে 'আলো ও ফুল' এই শিরোনাম দেওয়া আছে। পংক্তি দ্বয়ের নিচে 'নজরুল' এই স্বাক্ষর আছে। তারিখ আছে ৩০-৭-১৯২৬

'সিন্ধু হিন্দোল' গ্রন্থে কেন এই শিরোনাম বর্জিত হয়েছিল জানা যায় না। প্রকাশক না কবি নিজে এটি পরিত্যাগ করেছিলেন তা অজ্ঞাত।

উপরের দুইটি পংক্তির নিচে ইংরেজিতে একটি উদ্ধৃতি আছে : সম্পাদক সেলিনা বাহার জানিয়েছেন— ঐ উদ্ধৃতি তাঁর পিতা হবীবুল্লাহ বাহারের হাতের লিখা : "In changing world a truth which does not change a lie"-

এর পরের পৃষ্ঠায় আছে 'উৎসর্গ'

"আমার এই লেখাগুলি আমার আদরের
ভাইবোন বাহার ও নাহারকে দিলাম।"

তারপর আছে আট পংক্তির একটি কবিতা।

'সিন্ধু হিন্দোল' গ্রন্থে উৎসর্গ কথাটি আছে, কিন্তু 'নজরুল পাণ্ডুলিপি'তে তা নেই। নজরুল পাণ্ডুলিপিতে আছে 'আমার আদরের ভাইবোন'—'সিন্ধুহিন্দোল' গ্রন্থে এই কথা কয়টি বর্জিত।

পাণ্ডুলিপিটি উৎসর্গ পত্রে কোন ফুটনোট নেই কিন্তু 'সিন্ধু হিন্দোল' গ্রন্থে বাহার – বসন্ত, গুলশান-ফুল বাগান, নাহার- দিল – এভাবে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছে।

শেষে স্বাক্ষর আছে— 'নজরুল ইসলাম', চট্টলা, ৩১-৭-২৬

কিন্তু সিন্ধু হিন্দোল গ্রন্থে আছে, তামাকুমণ্ডি, চট্টগ্রাম, ৩১-৭-২৬.

'গোপন প্রিয়া' কবিতার নিচে 'নজরুল ইসলাম' স্বাক্ষর আছে, আর আছে চট্টগ্রাম, ২৮-৭-২৬ (মেঘে ঢাকা দুপুর) এবং কবিতাটি ১২টি স্তবক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত- কিন্তু মুদ্রিত 'সিন্ধু হিন্দোল' গ্রন্থে এই সংখ্যাগুলি এবং 'মেঘে ঢাকা দুপুর' বর্জিত হয়েছে।

এরপর আছে সিন্ধু (প্রথম তরঙ্গ) কবিতাটি। এ কবিতায় কিছু পাঠান্তর আছে। নজরুল পাণ্ডুলিপিতে আছে 'নিয়ে কি' ; সিন্ধু হিন্দোলে আছে 'নিয়া কী'। একটি পংক্তি পাণ্ডুলিপিতে এরূপ - নিয়া নেশা নিয়া ব্যথা নিয়া সুখ ; সিন্ধু হিন্দোল গ্রন্থে পংক্তিটি এরূপ : নিয়া নেশা নিয়া ব্যথা সুখ। শেষের দিকে একটি পংক্তি বর্জিত হয়েছে। [পৃ. ৪৩]

এক দুঃখে এক বেদনায় -- বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর এক যাতনার।

শেষে আছে কবির স্বাক্ষর ও তারিখ ২৯-৭-২৮ (বৃষ্টিঝরা সকাল) 'সিন্ধু হিন্দোল' গ্রন্থে 'বৃষ্টি ঝরা সকাল' বর্জিত।

'সিন্ধু' (দ্বিতীয় তরঙ্গ) কবিতায়ও কিছু বর্জন-সংযোজন আছে। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির প্রথম তরঙ্গে আছে 'তরঙ্গভঙ্গে' ; গ্রন্থে আছে 'তরঙ্গ বিভঙ্গে', পাণ্ডুলিপির 'হে দুরন্ত' শব্দটিও গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি আছে - 'দিকে দিকে তরঙ্গের জিহ্বা দিয়া'- গ্রন্থে আছে 'দিকে দিকে তরঙ্গের দুরাশা লইয়া'। পাঠান্তরের ফলে অর্থের সামান্য হেরফের ঘটেছে এইখানে। দু'এক জায়গায় 'শ' ও 'ষ' এর বানান ভেদ লক্ষণীয়। কোথাও কবিতার পংক্তির স্থান বদল হয়েছে— যেমন 'মুক্তাবুকে মালা রচি নীচে' পাণ্ডুলিপির এই পংক্তিটি গ্রন্থে উপরের পংক্তির সঙ্গে স্থান-বদল করেছে। পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে বুঝা যায় দ্বিতীয় তরঙ্গ কবিতাটি দুদিনে লিখিত। কেননা—'রচিতেছে নবনব দ্বীপ তারি প্রমোদ কানন—' এর পরে চট্টগ্রাম ৩০-৭-২৬ এই তারিখ দেওয়া আছে, আবার কবিতাটির শেষে তারিখ দেওয়া হয়েছে ৩১-৭-২৬। সিন্ধু হিন্দোল গ্রন্থে একেবারে শেষে আছে ৩১-৭-২৬।

'উচ্ছ্বাসে তোমার জল উথলিয়া উঠে' পাণ্ডুলিপিতে এই পংক্তিটির প্রথমে আছে 'হে মধুর'। গ্রন্থে 'হে মধুর' বর্জিত হয়েছে। 'প্রাণ যেন ভেসে যেতে চায় কোন দূরে' পাণ্ডুলিপির এই পংক্তিটি গ্রন্থে একটু ভিন্নভাবে আছে - 'ভেসে যেতে চায় প্রাণ দূরে আরো দূরে'। দু'এক স্থানে বানানের বিভ্রান্তি ঘটেছে ;পাণ্ডুলিপিতে আছে - 'শুন' গ্রন্থে আছে 'শোন', উঠ স্থলে ওঠো। শেষের দিকে দুটি পংক্তি স্থান-বদল করেছে। পাণ্ডুলিপিতে আছে 'আনন্দে নাচিয়া উঠে দুঃখের বারুণী সাকীরে কহ' এই পংক্তি গ্রন্থে স্থান-বদল করেছে। গ্রন্থে 'বারুণী শাকীরে কহ' - স্তবকটির প্রথমেই আছে। অবশ্য

স্থান-বদলে অর্থের তেমন তারতম্য ঘটেনি।

সিন্ধু (তৃতীয় তরঙ্গ) কবিতায় দু চার স্থলে বর্জন-সংযোজন আছে, স্থান-বদল আছে। প্রথম স্তবকে 'মহা' শব্দের পূর্বে গ্রন্থে 'দুরন্ত গো' এই দুটি শব্দ বসানো হয়েছে। এই সংযোজন অবশ্য বাহুর শক্তির প্রচণ্ডতার দিকেই ইঙ্গিত করছে। এরপর একটি পংক্তি এরূপ – 'কালো চোখ বেয়ে তার কত আনন্দাশ্রু ভার' গ্রন্থে এ পংক্তিটি আছে এভাবে– 'কালো চোখ বেয়ে ঝরে হিমকণা আনন্দাশ্রু ভার।'

এর পরের কবিতা 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। এ কবিতাটির ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পংক্তি দুটি 'চক্রবাক' গ্রন্থে স্থান-বদল করেছে। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় – একটি চিহ্ন › আছে 'তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব কম্পনে'–এই পংক্তিটির সামনে। সম্ভবত এই কারণে 'চক্রবাক' গ্রন্থ মুদ্রণের সময় ঐ পংক্তি স্থান –বদল করেছে 'সারা রাত মোরা করেছি যে' এই পংক্তিটির সঙ্গে। গ্রন্থে পঞ্চদশ পংক্তিতে আছে 'আসিত' পাণ্ডুলিপিতে 'আসিত কেটে 'এসেছি' লিখেছিলেন কবি, কিন্তু আবার 'আসিত' ছাপা হয়েছে। এ কবিতায়ও 'স' 'শ' এর ব্যবহারে কিছু বিভ্রান্তি বা ভিন্নতা দেখা যায়। পাণ্ডুলিপির ৪৩তম পংক্তিতে আছে – 'মৃত মোমতাজ লয়ে কারো প্রেম রচিলে তাজমহল'; গ্রন্থে এই পংক্তিটি এরূপ : 'হারা মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজম'ল।'

'নজরুল পাণ্ডুলিপির' ৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একটি স্তবক (৪টি পংক্তি) 'হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশখানি..... কর বিদায়ের আয়োজন' ; পাণ্ডুলিপির ৭২ পৃষ্ঠায় আছে এই স্তবকের কবির হস্তলিপির প্রতিকৃতি। অবশ্য তার পরের স্তবকটি ৭৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে এই দুইটি স্তবকের মাঝামাঝি এরূপ একটি চিহ্ন আছে– হয়তো সেই কারণেই এটি আগে মুদ্রিত হয়েছে। তবে মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির মধ্যে এখানে মিল আছে।

পাণ্ডুলিপির একস্থলে আছে [পৃ. ৭৫] 'চলিলাম ভালবাসি'– মুদ্রিত গ্রন্থে আছে 'গিয়াছি গো ভালবাসি'। এই পরিবর্তন কে করেছেন 'চক্রবাকের প্রকাশক, না কবি স্বয়ং তা অজ্ঞাত।

'শিশু যাদুকর' কবিতাট 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল। এটি শিশু উপযোগী নাটক ও কবিতা গ্রন্থ। 'শিশু যাদুকর' এই কবিতাটির কোন শিরোনাম পাণ্ডুলিপিতে নেই। দু তিনটি ক্ষেত্রে বানানের হেরফের আছে। অষ্টাদশ পংক্তিটি পাণ্ডুলিপিতে এরকম : 'ধরণীতে খসে প'ল বেহেশতী চুম' গ্রন্থে আছে 'ধরণীর কোলে এলি এক রাশ চুম'। পাণ্ডুলিপিরি এ কবিতায় আছে ২৬টি পংক্তি, কিন্তু গ্রন্থে আছে এই ২৬টি পংক্তির পরে আরো ১৪টি পংক্তি। এই ১৪ পংক্তি কবি স্বয়ং হয়তো পরে

সংযোজন করে থাকবেন।

এর পরের কবিতা 'অন্ধকারের প্যাঁচা' পাঁচটি পংক্তিতে সমাপ্ত। পাণ্ডুলিপি সম্পাদক সেলিনা বাহার জানিয়েছেন, এটি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়াও মনে হয় কবিতাটি অসম্পূর্ণ।

'স্তব্ধরাতে' কবিতাটি 'চক্রবাক' গ্রন্থে মুদ্রিত। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির শীর্ষদেশে সুন্দর কয়েকটি ফুলের ছবি অঙ্কিত আছে। কবিতাটির একটি পংক্তিতে সামান্য হেরফের আছে। পাণ্ডুলিপিতে আছে – 'সেই জানিল না শুধু যার তরে এত মালা গাঁথা।' গ্রন্থে আছে – 'সে-ই শুধু জানিল না যার তরে এত মালা গাঁথা।' এরপরে আছে তিনটি গানের হস্তলিপি। গান তিনটিই চট্টগ্রামে রচিত এবং 'বুলবুল' গীতি গ্রন্থে মুদ্রিত। গানগুলিতে কোন পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় না।

সিন্ধু (চতুর্থ তরঙ্গ) নামের কবিতাটি 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটি 'শীতের সিন্ধু' নামে 'চক্রবাক' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতার দুই তিনটি শব্দের বানানের সামান্য হেরফের দেখা যায়। এ কবিতার রচনার তারিখ ১৬–১–২৯। 'চক্রবাক' কাব্যের শুরুতে শিরোনামহীন একটি কবিতা আছে কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির শিরোনাম ছিল 'চক্রবাক'। চক্রবাক নামে যে কবিতাটি 'চক্রবাক' কাব্য গ্রন্থের শেষের দিকে মুদ্রিত হয়েছে, সেটি একটি পৃথক কবিতা। পাণ্ডুলিপিতে 'চক্রবাক' কবিতার নিম্নের কয়েকটি পংক্তি কেটে দিয়ে ছিলেন [পৃ. ১০৫]

ঐ শোন সাড়া দেয় বন শন শন মোরে ডাকে
ছল ছল ছল তটিনীর জলে
ছল ছল ছল কাঁদে নদীজল বন্ধু খুঁজিছ কাকে
আসে ফিরি ফিরি
তটিনীর শীতল নিশীথ সমীরে তরু শিরে শিরে
শির শির করে তরু শিরে শিরে শিশির সজল হাওয়া।

'চক্রবাক' কাব্যে এই পংক্তিগুলি নেই।

পাণ্ডুলিপিটি কবিতাটির একেবারে শেষের দিকে 'দিবসে না পাই রাতে গেয়ে যাই আমার বিরহ গীতি' এই পংক্তিটি কর্তিত দেখা যায়। [পৃ. ১৩২] এ পংক্তি কেন পাণ্ডুলিপি সম্পাদক বর্জন করেছেন, বুঝা গেল না। তারপর একেবারে শেষ দুটি পংক্তির পূর্বে দুটি পংক্তি পাণ্ডুলিপিতে কর্তিত দৃষ্ট হয় :

জাগো নদীজল রহিল জাগিয়া নিশীথিনী নির্বাক
কূল ছাড়ি আজ অকূলে উড়িয়া চলিল চক্রবাক। [পৃ. ১৩২]

পাণ্ডুলিপি সম্পাদক এই দুটি পংক্তিও বর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি বর্জনের কোন ব্যাখ্যা দেননি। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির শেষ পংক্তিতে সামান্য হেরফের আছে। চক্রবাক গ্রন্থে আছে 'তুলে নিও ঝরা এ পালকখানি' পাণ্ডুলিপিতে আছে – 'তুলে নিও এ ঝরা পালকখানি।' এরপরের কবিতা— 'বাংলার আজীজ'। নজরুল পাণ্ডুলিপিতে 'আজীজ' বানান দীর্ঘ ঈকারই আছে, কিন্তু কবিতার নিচে (ফুটনোট) 'ই' কার দেওয়া হয়েছে। 'সন্ধ্যা' কাব্যে 'ই' কারই ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাটি 'সন্ধ্যা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির শেষের পংক্তি এরূপ :

'গুলশানে গুল ফুটল যখন নাই তুমি বুলবুল'

কিন্তু 'সন্ধ্যা' কাব্যে এই পংক্তিটির পরে আরও দশটি পংক্তি রয়েছে। পাণ্ডুলিপির অষ্টাদশ পংক্তির পরে আরও দুটি পংক্তি আছে 'সন্ধ্যা' কাব্যে যা পাণ্ডুলিপিতে নেই। তবে পাণ্ডুলিপির এই খানটায় একটি তীর চিহ্ন —› আছে। পংক্তি দুটি : 'সাম্যবাদী। নরনারীরে করতে অভেদ জ্ঞান। বন্দিনীদের গোরস্তানে রচিলে গুলিস্তান।' সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত 'নজরুল পাণ্ডুলিপি' এখানেই শেষ। [পৃ. সংখ্যা ১৩৫]। 'নজরুল পাণ্ডুলিপি'র ৬৫ পষ্ঠায় আছে কর্তিত কয়েকটি পংক্তি ; কোন ভাষণ বা বক্তৃতা বা প্রবন্ধের সূচনা বলে সম্পাদক অনুমান করেছেন। এ পংক্তি কয়টি এরূপ :

"Competition - sportsmanlike - competition

তারপর সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সাম্যবাদের সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি সমবেদনা বোধের কথা। এই সাম্যবাদের বলেই একদিন এক চতুর্থাংশ পৃথিবীকে ইসলাম তার স্বধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিল। আজ জগৎ জুড়ে যে Socialism, Communisim–এর সাম্যনীতির ডঙ্কা বাজছে তার আদি জন্ম আরবের হেবার পর্বত গুহায়।"

নজরুলের পাণ্ডুলিপি মুদ্রিতাংশের শেষে আছে 'চিত্রাবলি'। প্রথমেই আজীজ মঞ্জিলের ছবি। তারপর, ১৪টি দুষ্প্রাপ্য ছবি মুদ্রিত হয়েছে। তারপর আছে 'পরিশিষ্ট'। এতে আছে কবির লিখিত ৪টি চিঠি। প্রথমটি হবীবুল্লাহ বাহারকে লেখা, দ্বিতয়িটি (দীর্ঘ চিঠি) শামসুন নাহারকে লেখা, তৃতীয়টিও শামসুন নাহারকে লেখা, চতুর্থটি হবীবুল্লাহ বাহারকে লেখা। শুধু চতুর্থ চিঠিটার প্রতিকৃতি 'নজরুল পাণ্ডুলিপি'তে মুদ্রিত হয়েছে। [পৃ. ১৫৬–১৫৮]

এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তিগত কথাবার্তা আছে – কবির কবিতার পাণ্ডুলিপি থেকে 'কপি' করে পাঠাবার জন্য হবীবুল্লাহ বাহারকে তাগিদ আছে। এই চিঠি চারটির পরে আছে তিনটি প্রবন্ধ :

প্রথম প্রবন্ধ 'নজরুল ইসলাম' লিখেছেন মুহম্মদ হবীবল্লাহ বাহার, দ্বিতীয়

প্রবন্ধ 'চট্টগ্রামে নজরুল ইসলাম' লিখেছেন শামসুন নাহার মাহমুদ, তৃতীয় প্রবন্ধ 'কবি স্মৃতি' লিখেছেন আনোয়ারা বাহার চৌধুরী। [সেলিনা বাহারের জননী]

প্রবন্ধগুলিতে নজরুল জীবনের অনেক ঘটনা ও প্রসঙ্গ, লেখকদের অনেক স্মৃতিকথা জড়িত রয়েছে। সে হিসাবে প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট মুল্যবান। কারণ প্রবন্ধগুলি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা সম্পাদক আমাদের জানাননি। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল উল্লেখ করলে ভাল হতো। 'নজরুল পাণ্ডুলিপি'র একেবারে শেষের দিকে আছে কবির খাতার [যে খাতায় কবি স্বহস্তে লিখেছিলেন] তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে কয়েকজন বিখ্যাত লেখক ও বই-এর নাম – যেমন শরৎচন্দ্র, পথের দাবী, রাসেল, বালজ্যাক, ইবসেন, কোলা, কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, হেগেল। রাসেল, বালজ্যাক, ইবসেন, কোলা, বাংলায় লেখা, আর সব ইংরেজিতে। চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে কবিতার কিছু কিছু পংক্তি – তার সব পাঠোদ্ধার করা গেল না। সম্পাদকও এ ব্যাপারে কোন কিছু বলেন নি। এতে 'সিন্ধু হিন্দোল' গ্রন্থের 'অনামিকা কবিতার কিছু পংক্তি আছে। সম্পাদক এই পৃষ্ঠার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারতেন। 'অনামিকা' কবিতার কয়েকটি পংক্তি এরূপ :

বৃথাই বাসিনু ভাল বৃথা সবে ভালবাসে মোরে
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সেই যায় সরে.... ইত্যাদি।

পরিশেষে এই কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে 'নজরুল পাণ্ডুলিপি' সম্পাদনা করে সেলিনা বাহার জামান একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। নজরুলভক্ত তথা নজরুল গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। সম্পাদনা কর্মে সেলিনা বাহারের যথেষ্ট পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর আছে। আর্ট পেপারে এই মূল্যবান গ্রন্থটি মুদ্রিত হওয়াতে এই গ্রন্থের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। পাণ্ডুলিপির সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই এমন একটি সুশোভন গ্রন্থ উপহার দেয়ার জন্য।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল*

* অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী